কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষাকোর্স লেভেল-০১ (১২তম ব্যাচ)

লেকচারশীট-১

বিষয়: কোভিড-১৯সহ বিশ্বমানবতার বর্তমান অবস্থা

মূল কারণ এবং প্রতিকার।

বিশ্বমানবতার বর্তমান অবস্থা

➢ কোনটি সঠিক? বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতি বর্তমানে-

১. শান্তিতে আছে　　২. অশান্তিতে আছে　　৩. চরম অশান্তিতে আছে

৪. মহা শান্তিতে আছে　　৫. বলা কঠিন

➢ কোনটি সঠিক? মানব সভ্যতাকে চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো-

১. মৌলিক আমলে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া　　২. মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া

৩. অমৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া　　৪. বলা কঠিন

মানব সভ্যতার মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়ার দলিল

❖ যেসকল ধরনের দলিল উপস্থাপন করা হবে-

১. ইতিহাসের দলিল　　২. একটি উদাহরণ　　৩. কুরআনের দলিল

৪. হাদীসের দলিল　　৫. বাস্তব ঘটনার দলিল

মানব সভ্যতার মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়ার বিষয়ে ইতিহাসের দলিল

➢ সঠিক না ভুল?

আজ হতে ৫০০ থেকে ৭০০ বছর পূর্বে মুসলিম জাতি, জীবনের সব দিকে, অন্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলো

➢ সঠিক না ভুল?

বর্তমানে মুসলিম জাতি, জীবনের প্রায় সকল দিকে, অন্য সব জাতির চেয়ে অবিশ্বাস্যরকমভাবে পিছিয়ে আছে

➢ তাহলে সঠিক না ভুল?

মুসলিম জাতি বর্তমানে চরমভাবে অধ:পতিত

➢ একটি জাতিকে চরমভাবে অধঃপতিত করার সর্বাধিক ফলপ্রসূ পদ্ধতি কোনটি?

১. শক্তি প্রয়োগ করা　　২. মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া

৩. ছোট-খাটো শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া　　৪. অন্য কিছু

➢ তাহলে মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অধঃপতনের প্রধানতম কারণ কোনটি হবে?

১. মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়া　　২. শক্তিপ্রয়োগ

৩. ছোট-খাটো শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়া　　৪. অন্য কোনো কারণ

➢ কমপক্ষে শতকরা কয়জনের মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকার কারণে মুসলিম জাতির এ চরম অধঃপতন ঘটেছে?

১০%　　২৫%　　৫১%　　৯৯%

➢ কোনটি সঠিক? ইসলামের সকল মৌলিক শিক্ষা-

১. কুরআনে উপস্থিত আছে　　২. কুরআনে উপস্থিত নেই　　৩. বলা কঠিন

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

অনুবাদ: আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তাতে রয়েছে সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ। (আন নাহল/১৬ : ৮৯)

ব্যাখ্যা: আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তাতে রয়েছে সকল মৌলিক বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ।

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ

অনুবাদ: আমি আল কুরআনে কোনো কিছু উল্লেখ করতে বাদ রাখিনি। (আন'আম/৬ : ৩৮)
ব্যাখ্যা: আমি আল কুরআনে কোনো কিছু উল্লেখ করতে বাদ রাখিনি।

➢ কুরআন অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়ার কারণ কোনটি?
১. কুরআন বুঝতে পারার ন্যায় একজন ব্যক্তিও মুসলিম বিশ্বে না থাকা
২. পুরো কুরআন কোনো মুসলমান পড়ে নাই
৩. কুরআনের অনেক মূল তথ্য সকল মুসলমান ভুলে গেছে
৪. গভীর ষড়যন্ত্র করে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে

➢ কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরে গেলে সুন্নাহর জ্ঞানের বিষয়ে কী ঘটেছে?
১. দূরে সরেনি ২. দূরে সরেছে ৩. অবশ্যই দূরে সরেছে ৪. বলা কঠিন

➢ কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান থেকে দূরে সরে গেলে আমলের ব্যাপারে কোনটি ঘটেছে?
১. দূরে সরেনি ২. দূরে সরেছে ৩. অবশ্যই দূরে সরেছে ৪. বলা কঠিন

➢ কোনটি সঠিক? এ ষড়যন্ত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে-
১. মুসলিম জাতি ২. বিশ্বমানবতা ৩. বলা কঠিন

➢ কোনটি সঠিক? এ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা-
১. মানুষ ২. ইবলিস শয়তান ৩. বলা কঠিন

➢ কোনটি সঠিক? এ দলিল-
১. কাত'য়ী ২. গায়ের কাত'য়ী ৩. বলা কঠিন

এ দলিল কাত'য়ী হওয়ার প্রমাণ-

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
.

অনুবাদ: আর রাসূলগণের সংবাদসমূহ (ঘটনাসমূহ) থেকে আমরা যে ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমরা তোমার মনকে (ঈমানকে) দৃঢ় করি; আর এর মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য, উপদেশ এবং যিক'র (অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের বিষয়)।(আল হুদ/১১ : ১২০)
ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে রাসূলগণের ঘটনা তথা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি মু'মিনদের জন্য-
১. ঈমানকে দৃঢ় করার বিষয় ২. নির্ভুল শিক্ষা নেয়ার বিষয়
৩. উপদেশ ৪. স্মরণ রাখার বিষয়

<u>মানব সভ্যতার মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢোকানোর বিষয়ে একটি উাহরণের দলিল</u>
<u>'আকিমুস্ সালাত' কথাটির ব্যাখ্যা</u>

➢ আল্লাহ তা'য়ালা সালাত-
১. পড়তে বলেছেন ২. আদায় করতে বলেছেন
৩. কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করতে বলেছেন ৪. বলা কঠিন

➢ 'সালাত কায়েম করা' বাক্যটির প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো-
সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে নিজে সঠিকভাবে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সঠিকভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্হা করা।

➢ 'সালাত কায়েম করা' বাক্যের উল্লেখিত ব্যাখ্যাটিকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা মুসলিমের সংখ্যা-
১. ৫% ২. ৫০% ৩. প্রায় ১০০% ৪. ১০০% ৫. বলা কঠিন

Common sense

➢ কোনটি সঠিক?

১. General knowledge অর্থ- সাধারণ জ্ঞান   ২. Common sense অর্থ- সাধারণ জ্ঞান
৩. উভয়টি সঠিক   ৪. কোনোটি সঠিক নয়

- প্রকৃত অর্থ
  - General knowledge অর্থ- অর্জিত সাধারণ জ্ঞান
  - Common sense অর্থ- জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান

- চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার ব্যাখ্যা কোনটি?

  ১. সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠা করা

  ২. মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

- তাহলে সালাত প্রতিষ্ঠা করার ব্যাখ্যা কোনটি?

  ১. সুন্দর মসজিদ বানিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠা করা

  ২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা

- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা-

  ১. শূন্য   ২. অনেক   ৩. শতভাগ   ৪. প্রায় শতভাগ   ৫. বলা কঠিন

- আল কুরআন

'সালাত কায়েম করা' বাক্যের ব্যাখ্যার বিষয়ে কুরআনে অনেক স্পষ্ট তথ্য আছে। ঐ তথ্যের কয়েকটি-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ.

অনুবাদ: আর তুমি সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। নেক আমল (সালাত) অবশ্যই (ছগীরা) গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। এটি (সালাত) (কুরআনের শিক্ষা) স্মরণ রাখার এক অতিবড় ব্যবস্থা, (কুরনের শিক্ষা) স্মরণ রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য।(হুদ/১১ : ১১৪)

'এটি (সালাত) (কুরআনের শিক্ষা) স্মরণ রাখার এক অতিবড় ব্যবস্থা, (কুরনের শিক্ষা) স্মরণ রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য' অংশের ব্যাখ্যা-

সালাত-

- তাত্ত্বিক (Theoretical) ও ব্যবহারিক (Practical) উপায়ে
- রিভিশন (Revision) দেয়ার মাধ্যমে
- কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখার অতিবড় ব্যবস্থা
- কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য।

مَايُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلَكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

অনুবাদ: (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার আদেশ দেয়ার মাধ্যম) আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্ট আরোপ করতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দিতে চান) ও তোমাদের প্রতি তাঁর কল্যাণ পরিপূর্ণ করতে চান যাতে (এ আদেশ জানা ও মানার উপকারিতা দেখে) তোমরা শোকর আদায় করো। (আল মায়েদা/৫ : ৬)

এ আয়াত থেকে জানা যায়- সালাতের অনুষ্ঠানের একটি শিক্ষা হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা। এ আয়াত এবং এ ধরনের আরো আয়াত থেকে জানা যায়- সালাতের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে মহান আল্লাহ কিছু না কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ... ...

অনুবাদ: (সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো কল্যাণ (সাওয়াব) নেই বরং সওয়াবের কাজ সে করে যে- আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও (যে কোন ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে) আটকানো ঘাড় মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় ... ...(আল বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতের সালাত সম্পর্কিত বক্তব্য হলো- সালাতের সময় মুখ পূর্ব না পশ্চিম দিকে করা তথা সালাতের অনুষ্ঠান করায় কোনো সাওয়াব নেই। সাওয়াব আছে সালাত প্রতিষ্ঠা করায়।

- তাহলে কোনটি সঠিক? এ আয়াত অনুযায়ী- 'সালাতের অনুষ্ঠান করা' এবং 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বিষয় দু'টির মধ্যে-

  ১. কোনো পার্থক্য নেই ২. সামান্য পার্থক্য আছে

  ৩. ব্যাপক পার্থক্য আছে ৪. বলা কঠিন

- তাহলে কোনটি সঠিক?এ আয়াত অনুযায়ী, 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বাক্যটির প্রচলিত ব্যাখ্যাটি-

  ১. সঠিক ২. সঠিক নয় ৩. অবশ্যই সঠিক নয় ৪. বলা কঠিন

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ . الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ . وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

অনুবাদ: অতঃপর দুর্ভোগ (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য। যারা তাদের সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি) সম্বন্ধে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে। আর ছোট-খাটো জিনিসও মানুষকে দান করা হতে বিরত থাকে (কৃপণ)।(আল মাউন/১০৭ : ৪, ৫, ৬, ৭)

ব্যাখ্যা: সালাতে পঠিত কুরআনের তিনটি শিক্ষা হলো-

১. সালাতসহ সকল আমল সঠিক সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি সহকারে করা

২. মানুষকে দেখানো জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ করা

৩. কৃপণ না হওয়া

যে সালাত আদায়কারী এ তিনটি শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলোনা, সে ব্যক্তি সালাতের পঠিত বিষয়ের শিক্ষা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করলোনা। এ ধরনের সালাত আদায়কারীর ঠিকানা জাহান্নাম বলে আলোচ্য আয়াত তিনটিতে জানানো হয়েছে। আর এর কারণ হলো- ঐ সালাত আদায়কারীগণ সালাতের অনুষ্ঠান করেছে। কিন্তু সালাতের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করেনি। তাই, 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বাক্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

- আল হাদীস

- এ রায় সমর্থনকারী হাদীস-

  ১. অবশ্যই আছে ২. আছে ৩. নেই ৪. থাকতে পারে ৫. বলা কঠিন

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- জনৈক ব্যক্তি বললো- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! অমুক মহিলা সালাত, সিয়াম ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজ মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন- সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে সে কম সিয়াম পালন করে, কম সাদাকা দেয় এবং সালাতও কম পড়ে। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়না। রাসূল (সা.) বললেন- সে জান্নাতী। (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৯৬৭৩)

- কুরআন, হাদীস ও Common sense এর উল্লিখিত তথ্যগুলো সামনে থাকলে, সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা বুঝা-

  ১. সহজ ২. কঠিন ৩. অত্যন্ত সহজ ৪. অত্যন্ত কঠিন

- সালাত প্রতিষ্ঠা করার প্রকৃত ব্যাখ্যাটি কুরআন, হাদীস ও Common sense সমর্থিত। তাই, এটি সঠিক হওয়ার নিশ্চয়তা-

  ১. কম ২. শতভাগ ৩. অনেক ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক হাঁড়ির ভাতের অবস্থা জানার জন্য-

  ১. সবগুলো ভাত টিপতে হয় ২. একটি ভাত টিপলেই চলে

  ৩. অনেকগুলো ভাত টিপতে হয় ৪. বলা কঠিন
- 'আকিমুস সালাত'- এর ন্যায় মৌলিক বিষয়ে ভুল থাকতে পারলে আর কেমন সংখ্যক মৌলিক বিষয়ে ভুল আছে?

  ১. দু'চারটি ২. অনেক ৩. অধিকাংশ ৪. প্রায় সব ৫. সবই ভুল
- কোনটি সঠিক মুসলিমদের জ্ঞানে ঢুকে যাওয়া মৌলিক ভুলসমূহ আমাদের-

  ১. জানার দরকার নেই

  ২. অবশ্যই ভালো করে জানা এবং তার প্রতিকারের জন্য কাজ করা দরকার

  ৩. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক 'আকিমুস্ সালাত'-এর কুরআন ও হাদীসে থাকা ব্যাখ্যাটি ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত প্রায় সকল মুসলিমের অজানা থাকা থেকে বোঝা যায়, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলাম শিখানো হয়-

  ১. সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে ২. অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে ৩. বলা কঠিন
- কী সেই গ্রন্থ?

  প্রচলিত ফিকাহ গ্রন্থ
- কোনটি সঠিক ইমামগণ (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল) 'আকিমুস্ সালাত'- এর সঠিক ব্যাখ্যাটি-

  ১. বুঝতে পারেননি ২. বুঝতে পারার কথা ৩. অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থ পড়ে 'আকিমুস্ সালাত'-এর সঠিক ব্যাখ্যাটি মুসলিমদের জানতে না পারার কারণ হলো-

  ১. ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ সঠিক ব্যাখ্যাটি বুঝতে পারেননি

  ২. মনে হয় প্রকৃত মনীষীগণের লেখা সরিয়ে দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা ভুল ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছে

  ৩. অবশ্যই মনীষীগণের লেখা সরিয়ে দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা ভুল ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছে

  ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক? এ উদাহরণের দলিল-

  ১. কাত'য়ী ২. গায়ের কাত'য়ী ৩. বলা কঠিন

<u>মানব সভ্যতার মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়ার বিষয়ে আল কুরআনের দলিল</u>

মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, ষড়যন্ত্র এবং সে ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্বলিত এক চমৎকার জীবন্তিকা সকল আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত আছে। জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলোকে মানব সভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুঃর্ঘনার ভবিষ্যতবাণী বলা যায়। আসমানী গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে শুধু সে জীবন্তিকা নির্ভুলভাবে উপস্থীত আছে। জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য

রচয়িতা: মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা

রচনা ও মঞ্চায়নের সময়কাল: মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে

মঞ্চায়ন স্থান: আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন চরিত্রে যারা অবদান/ভূমিকা রেখেছেন:

১. আল্লাহ তা'য়ালা- মূল চরিত্র

২. মানব জাতির পিতা- নবী আদম (আ.)

৩. মানব জাতির মাতা- হাওয়া (আ.)
৪. সকল মানব রুহ
৫. আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারীগণ- ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশী ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানব জাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)- ইবলিস শয়তান

<u>জীবন্তিকাটিতে উপস্থিত থাকা মানবতার শত্রু ইবলিসের ষড়যন্ত্রের ভবিষ্যতবাণীসমূহ নিম্নরুপ</u>

❖ ভবিষ্যতবাণী-১

ইবলিসের কথা

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ.

প্রচলিত অনুবাদ:
সে (ইবলিস) বললো, আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেয়া সরল সঠিক পথে তাদের জন্য ওৎপেতে থাকবো।(আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

প্রকৃত অনুবাদ:
সে (ইবলিস) বললো- আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওৎপেতে থাকবো।

<u>মানব জাতির জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথের সংজ্ঞা-</u>

প্রথমে আল্লাহর কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞাণিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হওয়া। তারপর সে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দেয়া আদেশ, নিশেধ, উপদেশ ও অন্য সকল অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ জানা/জানার চেষ্টা করা। অতঃপর অনুসরণ করার মাধ্যমে ঐ সকল অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (শোকর আদায় করা)। অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্য থাকবে-সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণি বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান ইত্যাদি। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে কুরআন ও হাদীস

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

(সূরা যুখরুফ/৪৩ : ৩)

প্রচলিত অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা এটিকে বানিয়েছি আরবি কুরআন যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

প্রকৃত অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা এটিকে বানিয়েছি আরবি কুরআন যাতে তোমরা আকলকে (উৎকর্ষিত করে) কাজে লাগাতে পারো।

ব্যাখ্যা: নিশ্চয় আমরা এটিকে করেছি আরবি কুরআন যাতে এর ধর্মীয়, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞাণিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করাসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারো।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

সরল অনুবাদ: তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দ্বারা বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দ্বারা শুনতে পারতো। (হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা মনে থাকা এমন Common sense সম্পন্ন হতো যা দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো।

হাদীস-১

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ

إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ

অনুবাদ: ঈসা বলেন, আমি শা'বীকে বলতে শুনেছি' কেবল সেই ব্যক্তিই এ (কুরআন) থেকে প্রকৃত ইলম অর্জন করতে সক্ষম হতো, যে তার নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে পারতো- বিবেক/বোধশক্তি/ কান্ডজ্ঞান/Common sense এবং সাধনা। কিন্তু যে ব্যক্তি সাধনা করে কিন্তু Common sense ব্যবহার করে না, সে বলে- এটি এমন একটি বিষয় সুক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ব্যতীত কেউ বুঝতে পারবে না। ফলে সে তা অন্বেষণ (করার চেষ্টা-ই) করে না। আর যদি ব্যক্তি Common sense ব্যবহারকারী হয় কিন্তু সাধনাকারী না হয় তবে সে বলে- এটি এমন একটি বিষয় যেটি সাধনাকারী লোক ব্যতীত কেউ লাভ করবে না, ফলে সে তা অন্বেষণ (করার চেষ্টা-ই) করে না। তারপর শা'বী বললেন- আমার ভয় হয় যে, এখন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (এ জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই। না ব্যবহার করে Common sense, আর না আছে সাধনা।

قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُغِيثٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِى التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّى مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَقُلُوباً غُلْفاً.

অনুবাদ: কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, মনের উপলব্ধি, প্রজ্ঞার আলোকবর্তিকা, ইলমের ঝরণা, কালের বিবেচনায় আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নবতর কিতাব।

তিনি বলেন, তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত নাযিল করেছি, যা অন্ধ দৃষ্টিকে, বধির কানকে এবং অনুভুতিহীন আবদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেবে।

(দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৩২৭।) হুসাইন সুলাইম আসাদ রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (দারেমী, আস-সুনান (তাহকীক), খ. ২, পৃ. ৫২৫।) -হাদীসটির সনদ মুগীছ পর্যন্ত সহীহ। তবে মুগীছের উর্ধে মাওকুফ)।

❖ ভবিষ্যতবাণী-২

ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

প্রকৃত অনুবাদ: অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে; আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না।(আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

আয়াতখানির সংলাপের অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

'অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:

ইবলিস মানব জাতীকে, জীবন পরিচালনার আল্লাহ তা'য়ালা দেয়া স্থায়ী পথ পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাবে।

➢ কোনটি সঠিক? ইসলামের স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো-

১. অমৌলিক জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া ২. জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া

৩. মৌলিক জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া ৪. বলা কঠিন

কারণ, এটি করতে পারলে যা ঘটবে-

১. যে ব্যক্তিই ঐ উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করবে সে ভুল জ্ঞান অর্জন করবে।

২. যে যতো বেশি জ্ঞান অর্জন করবে তথা উচ্চতর পড়া-শুনা করবে সে ততো বেশি ভুল জ্ঞান অর্জন করবে।

এর ফল সরুপ মানুষের আমলে মৌলিক ভুল হবে। আর এর চূড়ান্ত ফল হবে মানব জীবনে অশান্তি। তাই, আয়াতখানির মূল শিক্ষা হলো- ইবলিস চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র করে মানব জাতীকে, আল্লাহর দেয়া স্থায়ী পথ পথ

থেকে দূরে সরানোর জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকার যে কাজটি করবে তা হলো, জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া।

- ইবলিস ওপর ও নিচের দিক থেকে আসবে না বা আসতে পারবে না কেন?

<u>'আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:</u>

- আল্লাহর শোকর আদায় করার দৃষ্টিকোন থেকে পৃথিবীর মানুষ কয়ভাগে বিভক্ত?

তিনভাগে-

১. শোকর আদায় না করা মানুষ
২. কল্যাণ/উপকার না জেনে বা না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ
৩. কল্যাণ/উপকার উপলব্দি করা বা জনার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ।

- কোনটি সঠিক? ইবলিস তৈরি হতে বাধা দিবে-

১. শোকর না করা মানুষ
২. কল্যাণ/উপকার না জেনে/না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ।
৩. কল্যাণ/উপকার জেনে বা উপলব্ধি করে কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ
৪. বলা কঠিন

- কারণ কী?

ভবিষ্যতবাণী-৩

ইবলিসের কথা

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

অনুবাদ: সে (ইবলিস আরো) বললো, হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন তাই আমিও অবশ্যই পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো। তবে তাদের মধ্যকার আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত।
(হিজর/১৫ : ৩৯, ৪০)

আয়াতদু'খানির সংলাপের অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

'আমিও অবশ্যই পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো'- অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:

ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে তথা নিষিদ্ধ কাজটি করলে লাভ/কল্যাণ/নেকী/সাওয়াব ইত্যাদি পাওয়া যাবে বলে ধোকা দিয়ে সকল মানুষকে বিপথে নেবে।

'তবে তাদের মধ্যকার আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত'- অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:

নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেও ইবলিস আল্লাহর একনিষ্ট বান্দাদের ধোকা দিতে পারবে না।

- কারা এই 'একনিষ্ট' বান্দা?

প্রশ্নটির উত্তর বর্তমান মুসলিম জাতিকে গভীরভাবে বুঝে নিতে হবে। একনিষ্ট বান্দা হবে তারা যারা আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের বৈজ্ঞানীক কল্যাণ জানবে। এ সকল মানুষদের নিকট ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে যতই আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করুক না কেনো তারা তা গ্রহন করবে না। কারণ, তারা ঐ নিষিদ্ধ কাজটির বৈজ্ঞানীক অকল্যাণ জানে। নিষিদ্ধ কাজের বৈজ্ঞানীক অকল্যাণ এবং করণীয় কাজের বৈজ্ঞানীক কল্যাণ জানতে হলে কুরআন ও সুন্নাহ জানার সাথে মানব শরীর বিজ্ঞান (Human biology) ও সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান অবশ্যই জানতে হবে।

ভবিষ্যতবাণী-৪

ইবলিসের প্রার্থনা ও আল্লাহ তা'য়ালার জবাব

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ .قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِ .إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

অনুবাদ: সে (ইবলিস) বললো, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) বললেন- তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।

(সূরা হিজর/১৫ : ৩৬, ৩৭, ৩৮)

ব্যাখ্যা: আয়াত তিনখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- ইবলিসের ষড়যন্ত্র মানব জাতির পৃথিবীতে আসার দিন থেকে কিয়ামত পর্যান্ত চলবে।

- ভবিষ্যতবাণী-৫

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অনুবাদ: আর আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও। তবে ঐ গাছটির কাছেও যাবে না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (বাকারা/২ : ৩৫)

আয়াতখানির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

আল্লাহ তা'য়ালা, প্রেরিত কিতাবের মাধ্যমে, স্পষ্টভাবে ও সহজ ভাষায় তাঁর আদেশ ও নিষেধ এবং তা অমান্য করার পরিণতি জানিয়ে দিবেন।

- ভবিষ্যতবাণী-৭

ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

অনুবাদ: অতঃপর, লজ্জাস্থান যা তাদের পরস্পরের নিকট গোপন রাখা হয়েছিলো তা উন্মুক্ত করার জন্য শয়তান তাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস করলো আর বললো- তোমরা দুজনে ফেরেশতা কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবে, তাই তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।(আল আ'রাফ/৭ : ২০)

সংলাপটির আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

'শয়তান তাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস করলো এবং বললো- তোমরা দুজনে ফেরেশতা কিংবা অমর হয়ে যাবে,

তাই তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:

এ কথার মাধ্যমে, ইবলিসের আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য/তথ্য নিয়ে সন্ত্রাস করার পদ্ধতি কি হবে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে-

১. আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করা।

২. ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যার গায়ে কল্যাণ/নেকী/সাওয়াব ইত্যদির মোড়ক লাগিয়ে প্রচার করা।

- ভবিষ্যতবাণী-৮

ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.

অনুবাদ: আর সে তাদের দু'জনের কাছে (আল্লাহর নামে) কসম করে বললো, অবশ্যই আমি তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন। (আল আ'রাফ/৭ : ২১)

- আয়াতখানির সংলাপের শিক্ষা কী?

আয়াতখানির সংলাপের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

ইবলিস (ও তার দোসররা) আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যাকে গ্রহন করানোর জন্য শুধু কল্যাণের মোড়ক লাগিয়ে প্রচার করে ক্ষান্ত হবে না। সে তার ব্যক্তি সত্তাকে মানুষের নিকট গ্রহনযোগ্য করার জন্য দু'টি কাজ করবে-

১. নিজেকে ভীষন পরহেজগার/মুত্তাকী বলে ধারণা দেয়ামূলক কথা বলবে বা অবয়ব নিয়ে হাজির হবে। যেমন-

ক. আল্লাহর কসম দিয়ে কথা বলবে

খ. দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, বিশেষ ধরণের পোষাক সহ উপস্থিত হওয়া

গ. আল্লামা, মুহাক্কীক, মাওলানা, পীর, বুজর্গ, কামিল ইত্যাদি খেতাবসহ উপস্থিত হওয়া।

ঘ. মাক্কী, মাদানী, আজহারী, দেওবন্দী ইত্যাদি খেতাবসহ উপস্থিত হওয়া।

২. নিজেকে মানুষের কল্যাণকামী বলে পরিচয় দিবে।

ক. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসক, ইন্জিনিয়ার ইত্যাদি। (বিদেশী ডিগ্রী হলে সুবিধা অধিক)

খ. মানবতাবাদী, সমাজকর্মী, গরীবের বন্ধু ইত্যাদি।

ভবিষ্যতবাণী-১০

আল্লাহর কথা

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ: এরপর আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে (যুগে যুগে) পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না। (বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে আল্লাহ পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- যুগে যুগে তাঁর নিকট থেকে জীবন পরিচালনার স্পষ্ট তথ্য ধারণকারী কিতাব মানব জাতির নিকট যাবে। যারা, তাঁর জানিয়ে দেয়া নীতিমালা অনুযায়ী ঐ কিতাবের জ্ঞান অর্জন ও তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না। আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মানব সভ্যতার মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢোকানোর বিষয়ে হাদীসের দলিল

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ.

فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا القُرْآنَ فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا . وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟ ... ...

অনুবাদ: *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-*

আবূ দারদা (রা.) বলেন- আমরা রসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন- এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি এ বিষয়ে (ইলম অর্জনের বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না। যিয়াদ ইবন লাবীদ আল-আনসারী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন- আমাদের নিকট হতে কিভাবে ইলম ছিনিয়ে নেয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করবো এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শিখাবো। তিনি বললেন- হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! দেখো, ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছে তওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী কল্যাণে আসছে? ... ... সুনানুত তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলমি (জ্ঞান অধ্যায়), বাবু মা জা'আ ফী যিহাবিল ইলম (জ্ঞান উঠে যাওয়া প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৩, পৃ. ৪৭০।

হাদীসখানির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা:

‘এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে’ অংশের ব্যাখ্যা- এক সময় গভীর ষড়যন্ত্র করে মানব সভ্যতাকে জীবন সম্পর্কিত প্রকৃত শিক্ষা থেকে সরিয়ে দেয়া হবে

‘এমনকি এ বিষয়ে (ইলম বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না’ অংশের ব্যাখ্যা:

গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি এমন পরিবর্তন করে দেয়া হবে যে, মানব সভ্যতার জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের কোনো ক্ষমতা থাকবে না

<u>মানব সভ্যতার মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়ার বিষয়ে ২টি ঘটনার দলিল</u>

❖ ঘটনার-১

এক বৃটিশ গোয়েন্দার ডায়েরি। হ্যামফের (Hampher) নামক ব্রিটিশ গোয়েন্দার একটি ডায়েরি ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের হাতে আসে। জার্মান পত্রিকা ‘ইসপিগল’ তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। তুরস্কের ‘হাকিকত কিতাবেভী’ প্রকাশনী মূল ডায়েরিটি প্রয়োজনীয় টীকা ও সংযোজনীসহ বই আকারে প্রকাশ করে। ইংরেজী বইটি Hakikatkitabevi ওয়েব সাইটে Confessions of a British spy নামে আছে। ‘ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়েরি’ নামে, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা হতে, ২০০৬ সালে ঐ বইটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন মোঃ এ, আর, খান ও এ, জে, আব্দুল মোমেন। বইটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ, উপস্হাপন সাবলীল করার জন্যে সামান্য পরিবর্তনসহ নিম্নরূপ-

- ‘মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী বললেন, ... (মুসলমানদের অধঃপতিত করে) আমরা যে ফল খাচ্ছি তা অন্যরা (পূর্বপুরুষেরা) বপন করেছিলো। সুতরাং আমাদের অন্যদের (পরের প্রজন্মের) জন্যে বপন করতে হবে’(পৃষ্ঠা নং ৬০)
- ‘তিনি বললেন- তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছো তাতে তুমি একা নও। মন্ত্রণালয় এ মিশনে পাঁচ হাজার গোয়েন্দা নিয়োগ করেছে। মন্ত্রণালয় এ সংখ্যা এক লাখে উন্নীত করার কথা বিবেচনা করছে’ (পৃষ্ঠা নং ৬০)
- ‘একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও ধর্মীয় লোকেরা উপস্হিত ছিলো। সম্মেলনে মুসলমানদের (জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে) বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করা, ধর্মবিশ্বাস থেকে সরিয়ে ফেলা, ... নিয়ে আলোচনা করা হয়’(পৃষ্ঠা নং ১৬)
- ‘আমাকে মুসলমানদের মধ্যে উপদল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজন গোয়েন্দা হিসেবে মিশর, ইরাক, হেজাজ (মক্কা-মদিনা) ও ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করা হয়’(পৃষ্ঠা নং ১৭)
- ‘আমাদেরকে অর্থ, তথ্য, ম্যাপ, রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের তালিকা দেয়া হয়’ (পৃষ্ঠা নং ১৭)
- ‘ইসলামী খেলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে পৌঁছে আমি স্হানীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা তুর্কি রপ্ত করা আরম্ভ করি এবং তুর্কি ভাষার খুঁটিনাটি সম্পর্কেও শিক্ষা গ্রহণ করি’ (পৃষ্ঠা নং ১৭)
- ‘আমি আমার নাম মুহাম্মাদ বলি, এবং মসজিদে যাওয়া শুরু করি’ (পৃষ্ঠা নং ১৭)
- ‘ইস্তাম্বুলে আহম্মদ ইফেন্দি নামক এক বৃদ্ধ পন্ডিতের সাথে সাক্ষাৎ করি। এ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ এর আদর্শ অনুসরণে নিজকে দিন-রাত ব্যস্ত রাখতেন’ (পৃষ্ঠা নং ১৮)
- ‘একদিন আমি আহম্মদ ইফেন্দিকে বলি- আমার পিতামাতা মারা গেছেন, কোনো ভাই-বোন নেই এবং কোনো সম্পত্তিও নেই। জীবিকা অর্জন এবং কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা লাভ করার জন্যে ইসলামের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে এসেছি। যাতে আমার রোজগার ইহকাল ও পরকালে কাজে লাগে’ (পৃষ্ঠা নং ১৮)
- তিনি আমার এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। (পৃষ্ঠা নং ১৮)
- ‘কাজ শেষে আমি আসরের নামাজ পড়তে মসজিদে যেতাম এবং মাগরিব পর্যন্ত সেখানে থাকতাম। মাগরিবের পর আমি আহম্মদ ইফেন্দির বাড়িতে যেতাম। তিনি আমাকে আরবী ও তুর্কি ভাষায়, অতি উত্তমভাবে, দুই ঘণ্টা কুরআন শিক্ষা দিতেন’ (পৃষ্ঠা নং ২০)

- ‘আহম্মদ ইফেন্দির মাধ্যমে দুই বছরে আমি সমগ্র কুরআন অধ্যয়ন শেষ করি’ (পৃষ্ঠা নং ১৮)
- ‘প্রথম মিশনে আমি সন্দেহাতীতভাবে তুর্কি, আরবী, কুরআন ও শরীয়াত শিক্ষায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলাম’ (পৃষ্ঠা নং ২২)
- ‘প্রথম মিশন শেষে লন্ডনে ফেরার পর সফলতার দিক দিয়ে আমাকে ৩য় স্হান দেয়া হয়’ (পৃষ্ঠা নং ২২)
- ‘সেক্রেটারী জানান পরবর্তী মিশনে আমার দু’টি কাজ-
    - মুসলমানদের দুর্বল জায়গাগুলো (বিশেষ করে জ্ঞানের) খুঁজে বের করা,
    - ঐ পথে তাদের দেহে প্রবেশ করা ও তাদের জোড়াগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।

শত্রুকে পরাজিত করার এটিই মূল পথ। (পৃষ্ঠা নং ২২)

- ‘২য় মিশনে ইরাকের বসরায় পৌঁছে আমি ইসলামের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে মধুর বন্ধুত্ব স্হাপন করি’
- ‘সে এবং আমি মিলে কুরআনের নতুন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করি’
- ‘আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে ভুল পথে পরিচালিত করা’ (পৃষ্ঠা নং ৩২)

‘ইস্তাম্বুলে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে তারা ছেলেমেয়েদের জন্যে মাদ্রাসা খুলছে ... ...’(পৃষ্ঠা নং ৬০)

- গোয়েন্দারা মাদ্রাসা খুলে কোন পোস্টে চাকরী নিয়েছিল?

    ১. পিয়ন ২. অফীসের কেরানি ৩. অধ্যক্ষ

    ৪. মুহাদ্দীস (হাদীসের শিক্ষক) ৫. মুফাস্সীর (কুরআনের শিক্ষক)

    ৬. মুফতী
- কোনটি সঠিক মানবতার জন্য মহাক্ষতিকর এ ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ি-

    ১. সকল ইহুদী-খ্রীষ্টান ২. মানব জাতির শত্রু ইবলিসের দোসর ইহুদী-খ্রীষ্টানরা

    ৩. কেউ দায়ি নয় ৪. বলা কঠিন

ঘটনা-২

দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ০২.০৪.৯৮ ইং তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য । প্রতিবেদনটি ভারতের উর্দু পাক্ষিক সাময়িকী ‘তামির-ই-হায়াত’ এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের অনুবাদ। প্রতিবেদনটির বিষয় হলো-
ভারতের নওয়াব ছাতারীর দেখা এক স্হাপনা এবং তার কার্যক্রম।

নওয়াব ছাতারী আলিগড়ের জমিদার ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধী এবং ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের সার্বিক সহযোগী ছিলেন। আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইংরেজ সরকার কর্তৃক উত্তর প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। (মতবাদের মিল থাকার কারণে) যে সব ইংরেজ কালেক্টর পোস্টিং নিয়ে আলীগড়ে আসতেন নবাবের সাথে তাদের মধুর ও গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতো। একবার ব্রিটিশ সরকার ভারতের সকল গভর্নরকে বৃটেনে ডাকেন। নওয়াব ছাতারীও তখন বৃটেনে যান। ঐ সময় বৃটেনে অবস্হানকারী পুরাতন বন্ধু অনেক অবসরপ্রাপ্ত কালেক্টর ও কমিশনার গভর্নর ছাতারির সাথে সাক্ষাত করেন।
কালেক্টরদের মধ্যে একজন ছিলেন নবাব সাহেবের ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার অনেক কাছের ব্যক্তি। ঘনিষ্ঠতম কালেক্টর, যাদুঘর ও হাজার বছরের পুরাতন অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু যা নওয়াব কখনো চোখে দেখেনি বা কানে শুনেনি, তা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। নবাব সাহেব বলেন- ‘ঐগুলো আমি আগে দেখেছি, তাই আপনি আমাকে এমন কোনো বস্তু দেখাতে পারেন যা কোনো ভিনদেশী আগে দেখেনি’

কালেক্টর সাহেব বললেন- ‘নবাব সাহেব এমন কি বস্তু হতে পারে যা কোনো ভিনদেশী আগে দেখেনি? যাক আমি ভেবে-চিন্তে পরে বলবো’ । দু’দিন পর কালেক্টর সাহেব বললেন- ‘নবাব সাহেব আমি ইতোমধ্যে খোঁজ-খবর নিয়েছি। আপনাকে এমন জিনিস দেখাবো যা কোনো ভিনদেশী কখনো দেখেনি’। দু’দিন পর কালেক্টর সাহেব সরকারের লিখিত অনুমতিসহ নবাব সাহেবের অতিথিশালায় পৌঁছে অত্যাশ্চর্য বস্তু দেখার কর্মসূচী তৈরি

করেন। কালেক্টর সাহেব বললেন- 'আমার ব্যক্তিগত গাড়িতে যেতে হবে। এই ভ্রমণে সরকারী গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না'। পরের দিন তারা দু'জন অত্যাশ্চর্যবস্তু দেখতে বের হলেন। শহর-নগর পেরিয়ে ছোট একটি সড়ক দিয়ে গাড়ি যতো এগোতে থাকলো ততো গভীর অরণ্য। কোনো যাত্রী বা পথিক চোখে পড়ে না। এভাবে আধাঘন্টার বেশি সময় চলার পর একটি বিরাট গেটের সামনে তারা গাড়ি থেকে নামেন। উভয় পাশে সশস্ত্র সৈন্যের সতর্ক প্রহরা দেখা গেল। কালেক্টর গাড়ি থেকে নেমে পাসপোর্ট ও সরকারি অনুমতিপত্র গেটে জমা দিয়ে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেন। কর্মকর্তারা বলে দিলেন- এখন নিজেদের গাড়ি রেখে তাদের গাড়ি ব্যবহার করতে হবে।

দু'দেয়ালের মধ্যদিয়ে গাড়ি চলতে লাগলো। সুনিবিড় জঙ্গল আর বৃক্ষলতা ভিন্ন আরকিছু দেখা যায় না। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সামনে একটি প্রাসাদ দেখা গেল। কালেক্টর সাহেব বললেন- 'প্রাসাদে প্রবেশের পর থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। একেবারে চুপচাপ থাকবেন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে বাসায় ফিরে উত্তর দেব'। প্রাসাদের কিছু দূরে গাড়ী রেখে তারা পায়ে হেঁটে চললেন। বিপুল সংখ্যক কক্ষ সম্পন্ন প্রাসাদটি গগনচুম্বী ও অতিকায়। কালেক্টর সাহেব নবাব সাহেবকে একটি কক্ষের সামনে দাঁড় করালেন যেখানে আরবী পোশাক পরিহিত বিপুল ছাত্র মাটিতে পাতা বিছানায় বসে সবক নিচ্ছে। যেমন আমাদের দেশের মাদ্রাসা ছাত্ররা নেয়। ছাত্ররা আরবী ও ইংরেজী ভাষায় উস্তাদের নিকট প্রশ্ন করছে। আর উস্তাদ সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিতে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। কালেক্টর সাহেব এভাবে নবাব সাহেবকে প্রতিটি কক্ষ এবং সেখানে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা ও বাস্তব ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে তা ঘুরে ঘুরে দেখান। নবাব সাহেব এভাবে অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেন যে-

কোনো কক্ষে কিরায়াত শিখানো হচ্ছে! কোথাও কুরআনুল কারীমের অর্থ ও তাফসীর শিখানো হচ্ছে

কোথাও বুখারী ও মুসলিম শরীফের সবক চলছে! কোথাও মাসয়ালা নিয়ে বিশদ আলোচনা চলছে! কোথাও হচ্ছে ইসলামী পরিভাষার উপর বিশেষ অনুশীলন! একটি কক্ষে দেখা গেলো ধর্মীয়তত্ত্ব নিয়ে দু'গ্রুপের মধ্যে রীতিমত আনুষ্ঠানিক বিতর্ক চলছে!

নবাব সাহেব এসব দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন! এবং একজন ছাত্রের সাথে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাকে ইশারা করে চুপ থাকতে বললেন। বাসায় ফিরে নবাব সাহেব বললেন- এতবড় দ্বীনি মাদ্রাসা যেখানে দ্বীনের প্রতিটি বিষয় উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং ইসলামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা হচ্ছে, দেখে ভালো লেগেছে। কিন্তু এসব মুসলিম ছাত্রকে এই দূরবর্তী জায়গায় বন্দী করে কেন রাখা হয়েছে? কালেক্টর সাহেব উত্তর দিলেন- 'এসব ছাত্ররা একজনও মুসলিম নয়। সব খ্রিষ্টান মিশনারী'। নবাব সাহেব আরো আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- এর কারণ কী? কালেক্টর সাহেব উত্তর দিলেন- 'সুড়ঙ্গ পথে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া শেষ করে ছাত্রদের মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তারা নানান ছলে বলে কৌশলে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, ছোট বাচ্চাদের কুরআনের গৃহ শিক্ষক, মাদ্রাসার মুহাদ্দীস বা মুফতি হিসেবে ঢুকে পড়ে। যেহেতু তারা আরবী সাহিত্য ও ইসলামী বিষয়ে পারদর্শী তাই তাদের নিয়োগ পেতে অসুবিধা হয় না।

অনেক সময় ধোঁকা দেয়ার জন্যে তারা বলে- 'আমরা ইংরেজ এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলিম। আমাদের অনেকে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করা। নিজ দেশে দ্বীনি পরিবেশ, বড় মাদ্রাসা এবং পর্যাপ্ত মসজিদ না থাকায় আমরা এখানে এসেছি। শুধু দু'মুঠো ভাত ও মাথা গোঁজার একটি ঠাঁই পেলেই চলবে। আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্যে সবকিছু কোরবান করতে প্রস্তুত'। এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঢুকে গিয়ে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে (বিশেষ করে ইসলামের জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে) বিভেদ এবং অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে তারা অত্যন্ত তৎপর থাকে। একবার বিভেদের বীজ বপন করতে পারলে, ইন্ধন যুগিয়ে তারা মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে রক্তপাতও ঘটায়। সামান্য একটি ইসলামী বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করে দেয় দাঙ্গা হাঙ্গামার।

দৈনিক ইনকিলাবে প্রতিবেদনটির নাম ছিল- 'বৃটেনের মাটির তলায় খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা'

➢ কোনটি সঠিক মানবতার জন্য মহাক্ষতিকর এ ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ি-

১. সকল ইহুদী-খ্রীষ্টান   ২. মানব জাতির শত্রু ইবলিসের দোসর ইহুদী-খ্রীষ্টানরা
৩. কেউ দায়ি নয়   ৪. বলা কঠিন

ষড়যন্ত্রকারীদের কাজের স্তরসমূহ

১. ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়েরি বই   ২. দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিবেদন
৩. প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র   ৪. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্র এবং
৫. বর্তমান মুসলিমদের জ্ঞান ও আমল

পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়, নয়টি স্তরে কাজ করে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের মিশন সম্পন্ন করেছে। স্তর ৯টি হলো-

১. ইসলামী জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
↓
২. কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্থা করা
↓
৩. সুন্নাহর জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্থা করা
↓
৪. কুরআনের চেয়ে হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করা
↓
৫. অভিনব পদ্ধতিতে ভুল তথ্য তৈরি করা

284

৬. ভুল তথ্যগুলো ফিকাহ শাস্ত্র ও মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে ব্যাপক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা
↓
৭. মাদ্রাসায় সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়ানোর পরিবর্তে ফিকাহশাস্ত্র পড়িয়ে ইসলাম শিখতে বাধ্য ও উৎসাহিত করা
↓
৮. ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বন্ধ করে ঢুকিয়ে দেয়া মিথ্যা কথাগুলোর সংস্কারের পথ বন্ধ করা
↓
৯. মিথ্যা বা ভুল তথ্যগুলো মুসলিমদের বিনা দ্বিধায় গ্রহন করানোর জন্য অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) চালু করা

285

<u>বাস্তব ঘটনা দু'টির অধিকাংশ বক্তব্য সত্য হওয়ার প্রমাণ</u>

প্রমাণ-১

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম ২৬ জন প্রিন্সিপাল (১৮৫০ – ১৯২৭ খৃঃ তথা প্রথম ৭৭ বছর) খ্রিষ্টান ছিল।

১. ড. এ. স্প্রেংগার	২. স্যার উইলিয়াম নাসসান লীজ
৩. মিস্টার জে. স্ট্যাকলিপ	৪. মিস্টার হেনরী ফার্ডিন্যান্ড ব্লকম্যান
৫. মিস্টার এ. ই. গ্যাফ	৬. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
৭. মিস্টার এইচ. প্রথেরো	৮. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
৯. মিস্টার. এফ. জে. রৌ	১০. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
১১. মিস্টার এফ. জে. রৌ	১২. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
১৩. মিস্টার এফ. জে. রৌ	১৪. মিস্টার এফ. সি. হিল
১৫. স্যার আর্ল স্টেইন	১৬. মিস্টার এইচ. এ. স্টার্ক
১৭. লে. কর্নেল জি. এম. এ. রেংকিং	১৮. মিস্টার এইচ. এ. স্টার্ক
১৯. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস	২০. এইচ. ই. স্টেপলটন
২১. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস	২২. মিস্টার চ্যাপম্যান
২৩. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস	২৪. মিস্টার আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লী
২৫. মিস্টার এম. জে. বটমলী	২৬. মিস্টার আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লী

❖ প্রমাণ-২

➢ কোনটি সঠিক? কওমী মাদ্রাসায় সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-

১. পড়ানো হয় ২. পড়ানো হয় না ৩. বলা কঠিন

➢ কোনটি সঠিক? কওমী মাদ্রাসায় সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান না পড়ানোর কারণ-

১. কুরআনে নিষেধ থাকা ২. হাদীসে নিষেধ থাকা ৩. অন্য কোনো কারণ

সে কারণ হলো এ তথ্যটি-

বস্তুত দ্বীনি ইলম ব্যতীত যতো ইলম আছে তা সবই আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক

এ মর্মে আল্লামা রুমির এ শেরটি প্রণিধানযোগ্য-

علمِ دِین فِقہَ اسْت و تفسیر و حد یث . هَرکه خَواند غَیرازین کردد خبیث .

অর্থ: ইলমে দ্বীন হলো- ইলমে ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীস। এগুলো ছাড়া যে অন্য কিছু অধ্যয়ন করবে সে আল্লাহ বিস্মৃত হতে বাধ্য। (পৃষ্ঠা নং ১৬, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশকাল ০৯. ১১. ২০০৪ ইং)

➢ কোনটি সঠিক? এ কথা-

১. আল্লামা রুমীর ২. গোয়েন্দা মণীষীদের মনে হয়

৩. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের ৪. বলা কঠিন

❖ প্রমাণ-৩

➢ কোনটি সঠিক? 'আহলে হাদীস' ও 'আহলুস্‌ সুন্নাত ওয়াল জাম'য়াত'-এর নাম থেকে কুরআন বাদ যাওয়ার-

১. বিরাট কারণ আছে ২. কোনো কারণ নেই

৩. কারণ থাকলেও থাকতে পারে ৪. বলা কঠিন

➢ কি সেই কারণ?

পরের ক্লাসগুলোতে তা জানা যাবে ইনশাআল্লাহ

মুসলিম জাতির করণীয়

➢ কোনটি সঠিক? ৯টি স্তরে ইবলিস শয়তান ও তার অনুসারীরা কী কী কাজ করেছে তা মুসলিম জাতিকে-

১. উদঘাটন করতে হবে

২. তার সংস্কারের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে মনে-প্রাণে কাজ করতে হবে
৩. একজন দুইজন নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে এ কাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে
৪. সবক'টি সঠিক

- কোনটি সঠিক? আল্লাহ তা'য়ালাকে সামনে রেখে ঐ ৯টি স্তরে ইবলিস শয়তান ও তার অনুসারীরা কী কী কাজ করেছে তা জানা এবং মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতাকে জানানোর জন্য আমরা আজ ওয়াদাবদ্ধ হতে-

১. পারি ২. অবশ্যই পারি ৩. মনে হয় পারি ৪. বলা কঠিন

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানোর তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

করছে ঈমান ছাড়া
নাসির হেলাল

মুখোশ পরে চারিদিকে ঘুরছে ফিরছে কারা
তোমার আমার বন্ধু সেজে করছে ঈমান ছাড়া।

খুটি নাটি বিষয় নিয়ে ফ্যাকড়া বাধায় রোজ
কুরআন থেকে রাখছে দূরে কেউ রাখে না খোঁজ।

দল উপদল হচ্ছে তৈরি দুষ্ট চক্রের ছলে
পোশাকধারি শত্রু আলেম হচ্ছে তলে তলে।

বুঝতে হবে শত্রু কারা মুখোশধারি আলেম
চিনতে হবে এদেরকে আজ কারা আসল জালেম।

সকল কিছুর মূলে থাকবে আল কুরআনের বাণী
হাদীস হলো ব্যাখ্যা তারই আমরা সবাই জানি।

কুরআন সূন্নাহ চলার বিধান মেনে চলতে হবে
মেধা দিয়ে সঠিক পথটা বাছতে হবে তবে।

এম শায়েস্তো খান (দাওয়াহ বিভাগ)
০১৯৪৪-৪১১৫৫৪
মোহাম্মাদ হাসান রুবেল (আইটি অফিসার)
০১৯৪৪-৪১১৫৫৯